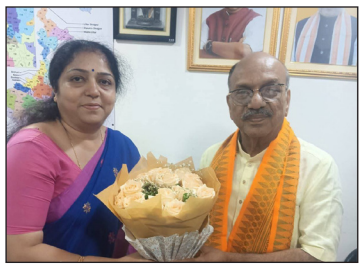

SHATABDIR KOLKATA

শতাব্দীর কলকাতা

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১১, সংখ্যা-৪ • ১৫ জুন ২০২৬ • Vol-11, Issue-4; 15 June 2026 • মূল্য- ১টাকা

শুভেন্দুর হাত ধরে বাংলায় নবজাগরণ!

তাপসকুমার সরকার

গত এক মাসে শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে বাংলা জুড়ে যেন নবজাগরণের আবহাওয়া বিরাজ করতে শুরু করেছে। একের পর এক কাজ যেভাবে করা হচ্ছে এর আগে কোনও সরকারকে এত দ্রুত গতিতে কাজ করতে দেখা যায়নি। ফলে শুভেন্দু অধিকারী কাজের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করতে চান তাঁর মূল উদ্দেশ্য কি!

এখন প্রশ্ন হল, বিজেপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত উন্নয়ন করতে নেমে পড়েছে কেন? এর মূল কারণ হয়তো ২০২৯ লোকসভা নির্বাচন। এমনও তো হতে পারে ২০২৯ সালে ফের একবার বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে? কারণ, বিজেপির লক্ষ্য 'এক দেশ এক ভোট'। এবার সেই বিলটা যদি পাশ করে নিতে পারে তাহলে ২০২৯ ফের একবার বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। ফলে সেদিকেই লক্ষ্য রেখেই কী শুভেন্দু অধিকারী জোর কদমে উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছেন? তবে এটা ঠিক যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন কাজ হচ্ছে। যা আগে দেখা যায়নি। সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দেওয়া থেকে শুরু করে হকার উচ্ছেদ করে ফুটপাত পরিস্কার করা এমন কি বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীদের কাজের গতি দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে, এইভাবে যদি এক বছর চলে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটাই বদলে যেতে পারে। কাজের গতিশীলতায় পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে নতুন পালক জুড়তে পারে।

সেই সঙ্গে যেভাবে তৃণমূলের আমলের দুর্নীতি একের পর এক প্রকাশ হচ্ছে এতে করে বোঝা যাচ্ছে দুর্নীতির শিকর অনেক গভীরে। একের পর এক সব দুর্নীতির যেমন প্রকাশ ঘটবে পাশাপাশি বাংলার উন্নয়নকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ফলে স্বাধীনতার পর বাংলায় এক নবজাগরণ ঘটতে চলেছে বললে ভুল বলা হবে না। কারণ, শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির মন্ত্রীসভার সব মন্ত্রী ও বিধায়ক একই সুরে সুর মেলাচ্ছেন। মেট্রো রেলের কাজে গতি যেমন এসেছে সরকারি কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে কাজকে আরও গতিশীল করতে। মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখনও বিরোধীরা বর্তমান সরকারের কাজে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাননি। গত এক মাসে মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকেও সরকারি কাজে কোনও রকম দ্বিমত হতে দেখা যায়নি। শুভেন্দু অধিকারীর মূল লক্ষ্য 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করা। বামফ্রন্ট ও তৃণমূলের আমলে যেটা দেখা গিয়েছিল 'শাসকের আইন'। সেই কনসেপ্ট পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর কেন্দ্র ও রাজ্য বিরোধীতা করে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল নিজেদের ভোট কুড়িয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। এবার সেই বঞ্চনার অবসান ঘটেছে বলা যায়। ফলে ডবল ইঞ্জিনের সুফল ফলতে চলেছে। দেশের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে সেরা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। ফলে শুভেন্দুর সামনে এখন একমাত্র লক্ষ্য বাংলাকে সেরার সেরা হিসাবে তুলে ধরা। আর এটাকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বাংলায় নবজাগরণ আনতেই হবে। শুভেন্দু ইতিহাস রচনা করতে চলেছে একথা আগ বাড়িয়ে বলে রাখাটা মনে হয় না ভুল হবে!

বৃক্ষদান

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একটি গাছ মায়ের নামে বর্ষব্যাপী বৃক্ষ রোপণ হল 5 জুন বসুনগর পুকুরপাড়ে মধ্যমগ্রাম সনাতনী মঞ্চ, বসুনগর শাখার উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভাগ প্রচারক বরুণ ঘোষ, বিশিষ্ট কবি দীপ্তিমান বসু, এলাকার সমাজসেবী কৌশিক দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান থেকে ৩০০ ঔষধি চারাগাছ বিতরন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গঠনের অন্যতম প্রধান কারিগর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

সঞ্জীব চাকী

রাজ্যে পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছে যে প্রতি বছর ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করা হবে। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালিত হতো। তবে ২০ জুন দিনটি পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কারণ ১৯৪৭ সালের এই দিনেই বাংলা আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার ভাগ্য নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত বিভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। প্রশ্ন ছিল—বাংলা কি অবিভক্ত থাকবে, নাকি ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত হবে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বাংলা আইনসভার সদস্যদের ভোট গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা আইনসভার পৃথক অধিবেশনে পশ্চিমাঞ্চলের সদস্যরা বাংলাকে বিভক্ত করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের পক্ষে মত দেন। ভোটাভুটিতে ৫৮ জন সদস্য বাংলা ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে ভোট দেন, বিপক্ষে ভোট দেন ২১ জন। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলের মুসলিম-প্রধান সদস্যরা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং তফশিলী জাতির প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁর দৃঢ় অবস্থান ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক প্রদেশ হিসেবে গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। *...এরপর ২ পাতায়*

শুধুমাত্র তিনজন অসৎ

রজত বিশ্বাস

রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ব্যাপক হারে ধরপাকর। খানা তল্লাশি চলছে রাজ্য জুড়ে। সঙ্গে ডিম থেরাপি তো আছেই। বাড়তি যোগ হয়েছে গোবর ও টমেটো। ইতিমধ্যেই তা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সব্যসাচী দত্তের উপর।

ব্যতিক্রম শুধু বারাসত বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে শুধুমাত্র তিনজন অসৎ। আর বাকি সব তৃণমূল নেতারা আগ মার্কা খাঁটি সৎ, প্রমানিত হল। দুর্নীতির অভিযোগে অরুণ ভৌমিক গ্রেফতার হয়েছেন, জেলে আছেন। চম্পক দাস ও প্রদীপ ঘরামি লাপাতা। হন্যে হয়ে তাদের লোক দেখানো সন্ধান চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, যে সকল তৃনমূল নেতৃত্বের ধমকানি, চমকানি, দম্ভ, জনগণকে উপেক্ষা, দুর্ব্যবহারে আট থেকে আশি সকলেই তিতিবিরক্ত। তাদের বিরুদ্ধে কেন কোন অভিযোগ পুলিশের কাছে জমা পড়লো না? অথচ এই সকল তৃণমূল নেতাদের ভয়ে সাধারণ মানুষ জড় সড় হয়ে থাকতেন। প্রতিবাদের আগুন ধিক ধিক করে বুকে জমতে থাকলেও, তারা মুখ খুলতে পারতেন না। এবং এটা সর্বজনবিদিত। বারাসতের আপামর জনগণ জানেন, বিগত ১৫ বছরে বৈধ অবৈধ সম্পত্তি ও অর্থের শীর্ষ চূড়ায় উঠেছেন কোন কোন নেতা। আশ্চর্যজনক ভাবে তাদের নামে কোন অভিযোগ জমা না পড়ায় হতবাক বারাসতবাসী। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে কাদের প্রশ্রয় ও ইচ্ছাতেই এই সকল তৃণমূল নেতারা ক্লিন চিট সার্টিফিকেট পেয়ে অভিযোগের বাইরে আছেন? এখানেও কি টেবিলের নিচে মোটা মোটা টাকার বান্ডিলের ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে? বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্তর নাম ঘোষণা হতেই স্থানীয় তৃণমূল নেতারা রে রে করে উঠেছিলেন। কখনো প্রকাশ্যে। কখনো বা গোপনে তারা সব্যসাচী দত্তকে হারাবার ছক কষেই রেখে দিয়েছিলেন। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দুর্নীতির তালিকায় এক নম্বরে যাদের নাম সর্বাগ্যে উঠে আসে, তারাই এখন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর ফেঁসে গেলেন বেচারা অরুনবাবু, চম্পক বাবু ও প্রদীপবাবু। যদিও এই তিন বাবু দুর্নীতির তালিকায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। এখন অপেক্ষায় আছেন বারাসতবাসী, জেলা বিজেপি নেতৃত্ব পক্ষপাতিত্ব করবেন? নাকি অবশিষ্ট দুর্নীতিবাজ তৃণমূল নেতাদের নামে অভিযোগ করবেন। আসলে সবই তার ইচ্ছা।

বেলডাঙার ফ্লাইওভার

পার্থসারথি ভট্টাচার্য: কৃষ্ণনগরবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল কৃষ্ণনগর স্টেশনের সামনে বেলডাঙা ফ্লাইওভারের। সারাবছর যানজটের জন্য সাধারণ মানুষের নিত্য ভোগান্তি লেগেই আছে। কোনো সুরাহা হয়নি এত দিনেও সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের বিধায়ক (উত্তর) তারকনাথ চ্যাটার্জি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে এই বিষয়ে একটি আবেদন জানান। রেলমন্ত্রী কৃষ্ণনগর স্টেশনে বেলডাঙা ফ্লাইওভার" ও রেল সংক্রান্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। এ বিষয়ে কৃষ্ণনগরের মানুষ খুবই খুশি।

একটি গাছ মায়ের নামে

নিজস্ব সংবাদদাতা: "একটি গাছ মায়ের নামে" কর্মসূচিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বারাসত পুরসভার উদ্যোগে প্রসূতি মায়েদের হাত দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হল বারাসত স্টেডিয়ামে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, পুরপিতা বরুণ ভট্টাচার্য।

সানডে অন সাইকেল

নিজস্ব সংবাদদাতা: ৭জুন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত "সানডে অন সাইকেল" কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ নিউটাউন ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। এই সাইকেল র‍্যালি শেষ হয় ইকো পার্কে।

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

১ আষাঢ়- ১৪৩৩
১৫ জুন ২০২৬

প্রাকৃতিক বোমা

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজেছে। ইরাক - ইরান, আমেরিকা - রাশিয়া, ভারত - পাকিস্তান অল্পবিস্তর যুদ্ধের আঁচ লেগেছে সর্বত্র। তবে রণকৌশলী যুদ্ধবাজদের জানা ছিল না পরাক্রমশালী অস্ত্রের কথা।

তৃণমূল সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জনসমক্ষে চলে এলো মহাশক্তিশালী "ডিমাস্ত্র"। যে অস্ত্রের প্রভাবে ধরাসহি প্রভাবশালী থেকে শক্তিমান রাজনৈতিক নেতারা। এখন ডিম খাওয়াতো দূরের কথা ডিম দেখলেই আতঙ্কে সংজ্ঞাহীন হচ্ছেন দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতারা। পচা ডিমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাল পড়ে গেছে পচা ডিমের। ডিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটু একটু করে উঠে আসছে টমেটো ও গোবর। আভিজাত্যের আঙ্গিনায় সম্মানের সঙ্গে "মহাস্ত্রের" তকমা পেতে চলেছে পচা টমেটো ও গোবর।

বিশ্বের দরবারে যুদ্ধবাজ দেশগুলোর কাছে পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত এই "প্রাকৃতিক বোমা" খুব শীঘ্রই প্রচার পাবে। আনন্দের খবর, এই অসাধারণ আবিষ্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বোমা তৈরিতে নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হবেই। এবং এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হবে তৃণমূল সরকার। কারণ গিনিপিগ নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরা উদার মানসিকতায় নিজেদের ওপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করার জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করেছেন। তাই তৃণমূলের উপর কৃতজ্ঞ থাকবে বঙ্গবাসী।

মানব কল্যাণে শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী

নিজস্ব সংবাদদাতা: আনন্দময় দিব্য পুরুষ সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ "বারাসত সনাতন সমিতি"র আহবানে বারাসতে রক্তদান শিবিরে আসেন।

বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অভিনব মটর সাইকেল শোভাযাত্রা করে শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী কে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে আসেন। "রক্ত কোন দান নয়, রক্ত উপহার"। এমনটা জানিয়ে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করলেন তিনি। একইসঙ্গে রক্তদাতাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পরম পূজ্যনীয় শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী মহারাজ কে দেখার জন্য সকাল থেকেই তার শত শত ভক্তরা দীর্ঘ অপেক্ষা করেন। গুরুদেবের দর্শন পেয়ে ভক্তরা অভিভূত। বারাসতের বিধায়কের ভূষয়ী প্রশংসা করলেন ব্রহ্মচারী মহারাজ। বারাসত সনাতন সমিতির সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ এবং সম্পাদক শংকর দাস জানালেন, রক্তদান শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হল এবং সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গঠনের অন্যতম প্রধান কারিগর

১ পাতার পর...

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পাশাপাশি ড. বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায় এবং নলিনীরঞ্জন সরকারের মতো নেতাদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, ২০ জুনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে গৃহীত হয়নি; এটি অবিভক্ত বাংলার নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের ভোটের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল। সেই কারণেই ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে বিবেচিত হয়।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিচয়ের পেছনে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব কাজ করেছিল, ২০ জুন সেই ইতিহাসকে স্মরণ করারই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

গৃহবধূর শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা

রিয়া সাহা

একটি পরিবারের ভিত্তি গড়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের উপর। সেই ভিত্তিকে দৃঢ় করে রাখার ক্ষেত্রে গৃহবধূদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ সমাজের বহু মানুষ আজও গৃহবধূদের শ্রম ও অবদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে নারাজ। সংসারে একজন উপার্জনকারী ব্যক্তির যেমন প্রয়োজন, তেমনি একজন গৃহবধূর অবদানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর নিরলস পরিশ্রমের ফলেই একটি পরিবার সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়।

ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গৃহবধূরা পরিবারের সকল সদস্যের দেখভাল, রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, সন্তানদের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের দিকে নজর রাখা সহ অসংখ্য দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এই শ্রমের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই, নেই কোনো ছুটির দিন বা আর্থিক পারিশ্রমিক। ফলে তাঁদের কাজকে অনেক সময় স্বাভাবিক দায়িত্ব বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না।

বর্তমান সময়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতও গৃহিণীদের শ্রমের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে গৃহবধূদের শ্রমের মূল্য মাসিক তিরিশ হাজার টাকারও বেশি হতে পারে। এই মন্তব্য শুধু অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণের জন্য নয়, বরং সমাজকে গৃহবধূদের অবদানের গুরুত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তবুও বাস্তবে বহু গৃহবধূ আজও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত। অনেক পরিবারে তাঁরা সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পান না। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না শুধুমাত্র তাঁরা আয় করেন না বলে। অথচ পরিবারের সুস্থ পরিবেশ, সন্তানদের সুশিক্ষা এবং সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অপরিসীম।

তাই ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের শেখানো প্রয়োজন যে একজন মা বা গৃহবধূ শুধুমাত্র পরিবারের একজন সদস্য নন, তিনি পরিবারের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। পরিবারের বড়দের দায়িত্ব সন্তানদের মধ্যে নারীর প্রতি সম্মান, সমতা এবং কৃতজ্ঞতার মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

> গৃহবধূদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য হয়তো অর্থ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে তাঁদের প্রতি সম্মান, স্বীকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। কারণ একজন গৃহবধূ শুধু একটি সংসার পরিচালনা করেন না, তিনি একটি সুন্দর সমাজ ও আগামী প্রজন্ম গঠনের নেপথ্য কারিগর।

রুমা মজুমদার নাগের চর্যার সূতিকাগার... ও অন্যান্য বইপ্রকাশ

জগন্নাথ রায়: বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলে প্রকাশিত হল চৌদ্দটি নতুন গ্রন্থ। এদিন ঘরে বাইরে প্রকাশনার অভিনেতা ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা যীশু ঘুমিয়ে কাশ্মীরে, সুনিপম মহাকুলের জন্ম তব কোন মহাকুলে, মৌমিতা ঘোষের ভয়ের ওপারে, রুমা মজুমদার নাগের চর্যার সূতিকাগার রাঢ়ভূমিই ঝুমুর ও সহজিয়ার উৎসস্থল, রুকমা দাক্ষীর সম্পাদিত রান্নাঘরের রাজা. মৌমিতা তারণের অনুগল্প সংকলন, ড: পল্লবী সেনগুপ্তের প্রেতকাহন, মহুয়া ঘোষের বীভিষিকাময় সাতটি রাত, সুজয় দাসের মনকথামৃত, বাচীক শিল্পী শুভদীপ বসুর কবিতা কোলাজ এবং, সানা দে-র লেখা একটি শিউলির হত্যা রহস্য, পায়েল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ভাঙা বাঁশির সুর, সুমনা বাগচীর শেষ মুহূর্তে এবং তাপস কুমার ঘোষের প্রসঙ্গ : জিম করবেট বইগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। লালমাটির দেশ রাঢ়ভূম বা বৃহত্তর মানভূম অঞ্চল ছিল জৈন তীর্থঙ্কর এবং বৌদ্ধ ধর্মের সাধকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। চর্যা আজও বেঁচে আছে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে ঝাড়ণি কিংবা ঝাড়ফুঁকের মন্ত্রের আড়ালে এবং গাজনের ধর্মঠাকুরের মন্ত্রের মধ্য দিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই অনুসন্ধানের প্রাপ্তি চর্যাপদ। সিদ্ধাচার্যদের বিচরণক্ষেত্র এই রাঢ়ভূমেই কি জন্ম নিয়েছিল নাকি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কথ্য ভাষাই ছিল চর্যা ? ঝুমুর গানের সঙ্গে চর্যার সম্পর্ক কতটা নিবিড় - এই নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অনুসন্ধান এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার পর "চর্যার সুতিকাগার রাঢ়ভূমিই ঝুমুর ও সহজিয়ার উৎসস্থল" লিখেছেন রুমা মজুমদার নাগ। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় দর্শকাসন পরিপূর্ণ বিবেকানন্দ পৈত্রিক গৃহ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এই গ্রন্থের প্রকাশ করেন প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক শুভেন্দু মাইতি, স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলের সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজি, প্রয়াত লোকসঙ্গীত শিল্পী, সংগ্রাহক ও লোকগানের দল ভ্রমরার প্রাণপুরুষ শিবব্রত কর্মকারের স্ত্রী লক্ষ্মী কর্মকার, কন্যা নন্দিনী কর্মকার, ড. দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ঘরে বাইরে পাবলিকেশনের সুদীপ ভট্টাচার্য, লেখক ও গবেষক সমুদ্র বসু, প্রকাশক স্বপন বসাক, সাংবাদিক অনিলাভ চ্যাটার্জি প্রমুখ। লালমাটির দেশ ছোটোনাগপুরের প্রান্তিক মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে আরও একটা বই প্রকাশ হয়েছে এই দিন।

জন্ম তব কোন মহাকুলে - বইটির লেখক সুনিপম মহাকুল। এই ভূখণ্ডের প্রান্তিক মানুষের আন্দোলন, বিদ্রোহ, সামাজিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের গল্প বলেছেন সুনিপল। মুল ধারার ইতিহাস চর্চার গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ নয়, ভিন্ন পথে অনুসন্ধান করেছেন সাংবাদিক সুনিপম মহাকুল।ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথায় তাঁর লেখক জীবনের সবথেকে কঠিন বই এটি। যার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে এবং যেটা লেখার পর। কিন্তু যা লিখেছেন তা কোনও মনগড়া নয়। অনেকেই এর আগে বলে গিয়েছেন যেমন Nicholas Notovich বা Holger Kersten, কি আছে বইতে? সিদ্ধান্ত সেন জানতে পারে লাসার Hemis monestry তে যে পুঁথি আছে তাতে লেখা আছে যীশু সেখানে বেশ কিছু বছর ছিলেন। এবং কাশ্মীরের রোজাবলে তাঁর কবর আছে। এ কি করে সম্ভব ? এই রোজাবলে কাশ্মীরের বাইরের কারোর প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এই কবরেই লুকিয়ে আছে সেই রহস্য যা প্রমাণ করতে পারে এ সত্যি না মিথ্যে। কিন্তু রোজাবলে কাশ্মীরের বাইরের কারোর প্রবেশ নিষেধ।

মানবাধিকার কী, মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধান, আইন ও বিচারিক ব্যাখ্যা

অনিল কুমার রায়
প্রাক্তন পুলিশকর্তা ও আইনজীবি

মানবাধিকার (Human Rights) কী?

মানবাধিকার হল এমন কিছু মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা, যা প্রত্যেক মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে জন্মগতভাবে লাভ করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, আর্থিক অবস্থা বা অন্য কোনো কারণে এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না।

জাতিসংঘের United Nations কর্তৃক গৃহীত Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 অনুযায়ী মানবাধিকার মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা, সমতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত মৌলিক অধিকারসমূহকে নির্দেশ করে।

মানবাধিকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য

জন্মগত ও সার্বজনীন
অবিচ্ছেদ্য ও অখণ্ড
বৈষম্যহীন
আইনের দ্বারা সুরক্ষিত
মানব মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত

মানবাধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধান

ভারতীয় সংবিধান মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ রক্ষাকবচ। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (Part III) মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সন্নিবেশিত হয়েছে।

১. সমতার অধিকার (Articles 14-18)

Article 14: আইনের দৃষ্টিতে সমতা।
Article 15: ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ।
Article 16: সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ।
Article 17: অস্পৃশ্যতা বিলোপ।
Article 18: বংশগত উপাধি বিলোপ।

২. স্বাধীনতার অধিকার (Articles 19-22)

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।
শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার।
সংগঠন গঠনের অধিকার।
দেশের মধ্যে অবাধ চলাচলের অধিকার।
জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষা।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Articles 23-24)

মানব পাচার নিষিদ্ধ।
জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ।
শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Articles 25-28)

ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার।

৫. সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার (Articles 29-30)

সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার সুরক্ষা।

৬. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (Article 32)

ড. B. R. Ambedkar Article 32-কে সংবিধানের "Heart and Soul" বলে অভিহিত করেছিলেন।

মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আইন

১. Protection of Human Rights Act, 1993
এই আইনের মাধ্যমে National Human Rights Commission (NHRC) গঠিত হয়।
NHRC-এর কাজ
মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত।
সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
কারাগার ও সংশোধনাগার পরিদর্শন।
মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি।

২. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
তফসিলি জাতি ও উপজাতির উপর অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য প্রণীত।

৩. Right to Information Act, 2005
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৪. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা করে।

৫. Juvenile Justice Act
শিশুদের অধিকার সুরক্ষা প্রদান করে।

৬. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করে।

মানবাধিকার বিষয়ে বিচারিক ব্যাখ্যা (Judicial Interpretation)

ভারতের Supreme Court of India মানবাধিকারের পরিধি প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
এই মামলায় আদালত রায় দেয় যে Article 21-এর "Life and Personal Liberty" কেবল শারীরিক অস্তিত্ব নয়, বরং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করে।

২. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
এই মামলায় "Basic Structure Doctrine" প্রতিষ্ঠিত হয়। আদালত বলে যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করা যাবে না।

৩. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997)
গ্রেফতার ও পুলিশি হেফাজতে মানবাধিকার রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয়।

৪. Vishaka v. State of Rajasthan (1997)
কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হেনস্তা প্রতিরোধে "Vishaka Guidelines" প্রণয়ন করা হয়।

৫. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)
জীবিকার অধিকারকে Article 21-এর অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

৬. Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
গোপনীয়তার অধিকার (Right to Privacy) মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

উপসংহার

মানবাধিকার মানব মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ভিত্তি। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার, বিভিন্ন বিশেষ আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রগতিশীল বিচারিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। তবে কেবল আইনি সুরক্ষা যথেষ্ট নয়; মানবাধিকার রক্ষায় প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা এবং সাধারণ নাগরিক সকলের সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অপরিহার্য।

সংক্ষেপে: মানবাধিকার রক্ষার তিনটি প্রধান স্তম্ভ হল—

ভারতীয় সংবিধান,
মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশেষ আইন,
সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারিক ব্যাখ্যা (Judicial Interpretation)।

শ্রীঘরে অরুণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃণমূলের আমলে গজিয়ে ওঠা বারাসতের দোদণ্ডপ্রতাপ নেতা তথা পুরপ্রধান পারিষদ অরুণ ভৌমিক এখন জেলে। ২০১১ থেকে ২০১৬ এই ১৬ বছরে তার অনেক কুকীর্তি তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে ওনার এলাকায় জমিবাড়ি কেনা এবং বিক্রি করতে গেলে টাকার ভাগ, মুসলিম যুবক (মহ: আলী) বিজেপি করায় তাকে মারধর, ইয়ং ষ্টার ক্লাবকে দখল করে সেখানে রজনীগন্ধা অনুষ্ঠান বাড়ি বানানো, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার, দোকান ভাঙচুর সহ নানান অভিযোগ। গত ১৬ বছরে অরুণ এতটাই প্রভাবশালী হয়ে গিয়েছিল যে তার ওয়ার্ড ৭ নম্বর ছাড়াও ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড বকলমে চালাতো। বারাসত হৃদয়পুরের হরিহরপুর এলাকার বাসিন্দা অমর কুন্ডু তার বিভিন্ন কুকীর্তির নমুনা লিখিত আকারে বারাসত থানা ও বিজেপির জেলা সভাপতির কাছে জমা দিয়েছেন। অমর কুন্ডু বলেন, অরুণের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। ফুটপাতে হকার, টোটো, অটো থেকে কাটমানি নিত। এলাকার মানুষদের শায়েস্তা করার জন্য তার ওয়ার্ডে মহিলা ও পুরুষদের নিয়ে একটি বাহিনী তৈরী করেছিল যার নাম ছিল লুঙ্গিবাহিনী। এক সময় কলোনী মোড়ে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে চড় মেরে শিরোনামে আসে। আরেকটি বারাসত থানার সামনে তার নেতৃত্বে গন্ডগোল করে সেখানে চিত্র সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে তাঁদের মারধর করে। অমর আরও বলেন, এলাকায় কেউ বিজেপি করলে তাঁদের রক্ষে ছিল না, কিন্তু তার ভাই সুব্রত ভৌমিক আর এস এস এর রাজ্য স্তরের নেতা। এছাড়াও নবপল্লি বয়েজ স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি থাকাকালীন স্কুলটিকে তার ঘড় বাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন।

দূর্গাপুজোর অনুদান ছোট পুজো কমিটিগুলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা: অন্যবারের মতো এবারও বিজেপি সরকার দূর্গাপুজোর অনুদান দেবে রাজ্যের ছোট পুজো কমিটিগুলোকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়া শুরু হয় মমতা সরকারের আমলের ২০১৮ সালে। প্রথম অনুদান পায় ১০ হাজার টাকা। এই অনুদান রাজ্যের বড় বাজেট ও ছোট বাজেটের সব পুজো কমিটি গুলোই পেয়ে এসেছে। এর পর গত আট বছরে টাকার অঙ্ক বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এর ফলে রাজ্যের কোষাগার থেকে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দূর্গাপুজোর বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি এখনও। এটি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন। তিনি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। স্পষ্ট জানিয়েছেন, "পুজোর অনুদান তাঁরাই পাবেন, যাঁদের দরকার"।
কিন্তু গত আট বছরে দেখা গেছে, রাজ্য তথা কলকাতার কোটি টাকা বাজেটের পুজো কমিটিগুলো সরকারের এই আর্থিক সাহায্য তারা পেয়েছে। রাজ্যের জেলায় জেলায় অনেক কমিটি আছে যাদের অর্থের জন্য পুজো ধুকছে। শুধু আর্থিক অনুদান নয় আগের সরকার শুরু করেছিল " বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান " কলকাতা, জেলা ও বিদেশে। এই পুরস্কার কারা পেতেন? কলকাতা ও জেলার বড় নেতা, মন্ত্রী বা বিধায়কদের পুজো। সেখানেও থাকতো আর্থিক পুরস্কার। জেলার কোনো কম বাজেটের পুজো কমিটিকে পুরস্কার দেওয়া হত না। প্রচার করা হত সবাই এই শারদ সম্মানে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সেই মতো জেলার অনেক ছোট বাজেটের পুজো কমিটি অংশ গ্রহণ করতো জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ফর্ম নিয়ে এসে। বিচারকরা যেতেন এমন সময় যে সেই সময় মন্ডপ তৈরী হত না। পুজোর শুরুতেই তথ্য সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ঘোষণা করতেন সমস্ত কলকাতা ও জেলার বড় বাজেটের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সভাধিপতিদের পৃষ্ঠপোষকোথায় চলা পুজোগুলি নাম। তাহলে ছোট বাজেটের পুজো গুলিকে পুরস্কার নাই দেওয়া হবে তাহলে তাঁদের অংশগ্রহণ কেনো করতে বলা হত।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের উত্তরবঙ্গ সফর

নিজস্ব সংবাদদাতা: শক্তিশালী পঞ্চায়েতই রাজ্য ও গ্রামের সুশাসনের ভীত। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের উত্তরবঙ্গ সফরে থাকাকালীন পাহাড়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তার সাথে। বৃহস্পতিবার কালিংপং বিধানসভার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য ও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব এবং দলের পদাধিকারী ও কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভরত ছেত্রীর উপস্থিতিতে বৈঠক করেন। দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরের প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর। আমরা বিশ্বাস করি, শক্তিশালী পঞ্চায়েতই সুশাসনের মূল ভিত্তি। আমাদের লক্ষ্য হল প্রতিটি গ্রামে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, আবাসন, গ্রামীণ সড়ক এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে নিশ্চিত করতে হবে যাতে সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে যায়। বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের

উন্নয়নে। নিয়মিত গ্রামসভা বৈঠক আয়োজন এবং সমস্ত কাজে পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি বিজেপি সরকার অনুন্নত ও পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলির সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে কালিম্পং, দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে আমরা দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করব অঙ্গীকার সাংসদ বিস্তার।

প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার উদ্যোগে বারাসতের রবীন্দ্র ভবনে ১২ জুন অনুষ্ঠিত হল প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা। এই অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন জেলাশাসক শিল্পা গৌরী সারিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক(উন্নয়ন) প্রলয় রায় চৌধুরী, বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি, হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক রেখা পাত্র, ডিপিও শুভঙ্কর দাস ও ডি ডি এ (অ্যাডমিন) উত্তর ২৪ পরগনা জগদীশ চন্দ্র মাইতি। এই কর্মশালায় জেলার প্রায় ৫০০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় কৃষি বিষয়ক আলোচনাসভায় রাসায়নিক কীটনাশক ও সারের কুপ্রভাব এবং মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন ড. পাবেল মজুমদার ও বিজ্ঞানী ড. সোনালী পাল মজুমদার।

নিজস্ব সংবাদদাতা: কৃষ্ণনগরের গ্রেস কটেজে "অখিল ভারত শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি মঞ্চ'র পরিচালনায় রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়।

ভর্তি চলছে

আপনার শিশুর ভবিষ্যতে গড়তে

KOLKATA YOUTH COMPUTER ACADEMY
MADHYAMGRAM
KOLKATA- 132

কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি

Run by : শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন

DIT

TALLY+GST+ACCOUNTS

HTML

COREL DRAW+PHOTOSHOP WITH DTP

C or C++, Java, Python

Logo, Scratch

POWER BI

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সহ ক্লাস ২ থেকে ৯ অবধি
১ টি কম্পিউটারে ১ জন করে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কোর্স শেষে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

নবজাগরণ সংঘ, নন্দন কানন, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা- ১৩২

ফোন: 8420323559

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রধান সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com, website: www.shatabdirkolkata.com/shatabdir-kolkata-news-paper**
Editor in Chief: Sukumar Mandol **Editor: Sanjib Chaki**